আজকের কাগজ

তারিখ ... APR. 28 1999
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৪

৭ জেলার ২৩ উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরে ৩ লাখ ছাত্রী ১০ মাস ধরে উপবৃত্তি পাচ্ছে না

নজমুল হক সরকার ঃ দেশের ৭ জেলার ২৩ উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম ১০ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে এ উপবৃত্তির সঙ্গে জড়িত প্রায় ৩ লাখ ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা হতাশায় ভুগছেন। উপবৃত্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত অনেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বহীনতা ও অনিয়মের কারণে ২৩ উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রিরা নরওয়ে প্রদত্ত উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, যশোর জেলার ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর ও বাঘাপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জের মকছেদপুর উপজেলা, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ, মতলব ও হাইমচর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি ও চাঁদপুর সদর উপজেলা। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা, বুড়িচং, বড়ুরা, লাঙ্গলকোট লাকসাম উপজেলা। মাগুরা জেলার মাগুরা সদর ও শালিখা উপজেলা। ঝিনেদা জেলার শৈলকুপা, কোট চাঁদপুর ও কালিগঞ্জ উপজেলা এবং নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩ লাখ ছাত্রীর উপবৃত্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ৫ হাজার শিক্ষক ও ৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি বেতন থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, নারী শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করে। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি (এফএসএসপি) প্রকল্পটি জানুয়ারি '৯৭ তে শুরু হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত নরওয়ে সরকার বাংলাদেশ সরকারকে এ খাতে ৬০ কোটি টাকা

২ এর পাতায় ৬ কঃ দেখুন

৭ জেলার ২৩ উপজেলায়

শেষের পাতার পর

প্রদান করে উক্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বহীনতা ও অনিয়মের কারণে গত বছর জুলাই থেকে এসব উপজেলায় ছাত্রিরা বৃত্তির টাকা ও শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন পাচ্ছে না। দীর্ঘদিনে ৬০ কোটি টাকার মধ্যে একটা অংশ তার স্ত্রী জনৈকা অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজে খাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া উক্ত প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে কর্মচারি নিয়োগ অনিয়ম, মাইক্রোবাস ও ফটোস্ট্যাট মেশিনসহ স্টেশনারি দ্রব্য ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে গোপালগঞ্জ সদর, চাঁদপুর সদর, হাইমচর, শাহরাস্তি, মকছুদপুর, কালকিনি ও লোহাগড়া উপজেলার ছাত্রির ২৭ মাস থেকে কোনো উপবৃত্তির টাকা পায়নি বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে উক্ত প্রকল্প পরিচালক সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে গতকাল তার অফিসে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি আজকের কাগজকে বলেন, এটি নতুন প্রজেক্ট। নতুন প্রজেক্টের কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব ঘটে। ২৩টি থানায় ছাত্রিরা উপবৃত্তি পাচ্ছে না এ কথা ঠিক নয়। ১৯টি থানার মধ্যে ৬ থানায় উপবৃত্তির টাকা পাঠিয়েছি। আরো পাঠানো হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বেতন পাচ্ছে না এও ঠিক নয়। তারা বেতন পাচ্ছেন। কর্মচারি নিয়োগে অনিয়ম ও জিনিসপত্র ক্রয়ে দুর্নীতির ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক বলেন, কমিটির চেয়ারম্যান ডিজি নিজেই। কমিটিতে অন্যান্য সদস্যও রয়েছেন। আমি কো-অর্ডিনেটর করছি মাত্র। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা বলছেন এ ধরনের অভিযোগ প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে আনা হয়। টেলিফোনে এতো কথা বলা যাবে না।

উল্লেখ্য, ছাত্রী উপবৃত্তি জনপ্রতি ৬ষ্ঠ শ্রেণী ২৫ টাকা, ৭ম শ্রেণী ৩০ টাকা, ৮ম শ্রেণী ৩৫ টাকা এবং ৯ম ও ১০ শ্রেণী ৬০ টাকা করে হয়ে থাকে। শিক্ষকরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে শতকরা ৯০ ভাগ বেতন পেয়ে থাকেন।